গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সূচিপত্র

১। অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision)

২। অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission)

৩। পরিচিতি

৪। কৌশলগত উদ্দেশ্য

৫। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

৬। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

৭। অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও বর্তমান জনবল

৮। প্রশাসনিকসহ অন্যান্য কার্যক্রম

৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১০। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

১১। তথ্য অধিকার ও স্বপণোদিত তথ্য প্রকাশ

১২। সিটিজেন চার্টার

১৩। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

১৪। উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। **অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision):** ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণ।

২। **অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission):** ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়নে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ।

৩। **পরিচিতি:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ভোক্তা-অধিকার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতেই জনগুরুত্বপূর্ণ যুগোপযোগী এ আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রতিদিনই বাজার তদারকি করে অপরাধ দমনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং ভোক্তাগণ তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে এ আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পাচ্ছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকারও পাচ্ছেন। এ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এ আইনটি একটি মাইলফলক।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১১ সদস্য বিশিষ্ট), উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১৮ সদস্য বিশিষ্ট) ও ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (২০ সদস্য বিশিষ্ট) গঠন করা হয়েছে।

"ভেজাল দেওয়া এটাও একধরনের দুর্নীতি, ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, এটা অব্যাহত থাকবে"- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত বাজার তদারকি, সচেতনতামূলক/মতবিনিময় সভা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধে ১ জুলাই ২০২২ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১১৬৭০ টি বাজার তদারকির মাধ্যমে ২৫৬৪৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৮,৮৫,৮০,৮০০/- (আঠারো কোটি পঁচাশি লক্ষ আশি হাজার আটশত) টাকা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১০৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৭,০৫,৬০০/- (সাতাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শত) টাকাসহ মোট ২৬৭২৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১৯,৬২,৮৬,৪০০/- (উনিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত ২৫৬০৫ (পঁচিশ হাজার ছয়শত পাঁচ) টি অভিযোগের মধ্যে ১৯৫৩৮ (উনিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে যেকোন তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানতে ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে । ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এতে জনগণের নিকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকারের জনকল্যাণমূখী ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জল হয়েছে।

৪। কৌশলগত উদ্দেশ্য:

(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(খ) ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ;
(গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি (প্রতিকার); এবং
(ঘ) সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ:

এ আইনের ধারা ৫ মোতাবেক ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৯ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে। মূলত এ সভার মাধ্যমেই ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের সূচনা হয়।

৬। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি:

আইন বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১১ সদস্য বিশিষ্ট);
(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১৮ সদস্য বিশিষ্ট);

(গ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (২০ সদস্য বিশিষ্ট);

৭। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও বর্তমান জনবল :

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০০৯ সালের ২৪ জুন তারিখে অধিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু করে। শুরুতেই ২৪০টি পদ নিয়ে অধিদপ্তরে যাত্রা শুরু হয়। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আরও ১৪৮ টি পদ ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরে ১৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

৮। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশাসনিকসহ নিম্নবর্ণিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করেছে:

বাজার অভিযান/তদারকি: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাজার তদারকির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ বাজার পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ২০১১ সাল পর্যন্ত জনবল স্বল্পতার কারণে খুব সীমিত পর্যায়ে বাজার অভিযানমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পরবর্তিতে ক্রমান্বয়ে জনবল বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ কার্যক্রম জোদার হতে থাকে। বর্তমানে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাজার তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১১,৬৭০ টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম এর মাধ্যমে মোট ২৫,৬৪৫ টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৮,৮৫,৮০,৮০০/- (আঠারো কোটি পঁচাশি লক্ষ আশি হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

(ক) চিনির মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তদারকি: চিনির মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক চিনির আমদানিকারক, উৎপাদনকারী, রিফাইনারি প্রতিষ্ঠানসমূহে (মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, এস. আলম গ্রুপ, দেশবন্ধু গ্রুপ ও দেশব্যাপী পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(খ) ভোজ্য তেলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তদারকি: ভোজ্য তেলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ভোজ্য তেলের আমদানিকারক, উৎপাদনকারী, রিফাইনারি প্রতিষ্ঠানসমূহে (মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, এস. আলম গ্রুপ) ও দেশব্যাপী পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(গ) ডিম ও পোল্ট্রি (ব্রয়লার) মুরগির মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তদারকি: ডিম ও পোল্ট্রি (ব্রয়লার) মুরগির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(ঘ) কাঁচা মরিচ, আদা, রসুন ও চিনির মূল্য ও সরবরাহ বিষয়ে তদারকি: কাঁচা মরিচ, আদা, রসুন ও চিনির মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সুপার শপ, পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি করা হয়।

(ঙ) গরম মসলার মূল্য ও সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি: পবিত্র রমজান মাস ও পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে গরম মসলার মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে দেশব্যাপী তদারকি/ অভিযান পরিচালিত হয়।

(চ) এল পি গ্যাসের মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তদারকি: সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এল পি গ্যাস বিক্রয় নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী এল পি গ্যাসের পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(ছ) পোল্ট্রি (ব্রয়লার) মুরগির মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তদারকি: পোল্ট্রি (ব্রয়লার) মুরগির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(জ) ইফতার সামগ্রী বিক্রয় বিষয়ে তদারকি: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকার চকবাজারসহ বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁয় ইফতার সামগ্রী বিক্রয় বিষয়ে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(ঝ) ফলের বাজারে তদারকি: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে যে সকল খাদ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তন্মধ্যে খেজুর, আপেল, মালটা, কমলা ইত্যাদি ফল অন্যতম। ভোক্তা-স্বার্থে এ সকল পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ফলের বাজারে তদারকি করা হয়।

(ঞ) ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপম্যান্ট এর মূল্য বিষয়ে তদারকি: লোডশেডিং এর ফলে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপম্যান্ট এর মূল্য বৃদ্ধিরোধকল্পে তদারকি/অভিযান পরিচালিত হয়।

(ট) নকল, ভেজাল কসমেটিকস পণ্য ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে তদারকি: নকল, ভেজাল, অনুমোদনহীন, নিষিদ্ধ ও নিম্ন মানের কসমেটিকস বিক্রয় রোধে দেশব্যাপী কসমেটিকস এর পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকি/অভিযান পরিচালিত হয়।

(ঠ) পবিত্র জমজম কূপের পানি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় বিষয়ে তদারকি: পবিত্র জমজম কূপের পানি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়, পানি প্রাপ্তির উৎস ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(ড) ব্র্যান্ডের তৈরি পোষাক/কাপড় বিক্রয় বিষয়ে তদারকি: পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তৈরি পোষাক/কাপড় বিক্রয় বিষয়ে তদারকি/অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(ঢ) পরিবহন খাতে তদারকি: পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বাস, লঞ্চসহ বিভিন্ন পরিবহন খাতে তদারকি/ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(ণ) নকল জুতা বিক্রয় বিষয়ে তদারকি: বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জুতা নকল করে বিক্রয় করে ভোক্তাদের প্রতারিত করা রোধকল্পে জুতার বাজারে তদারকি করা হয়।

অভিযোগ শুনানি: ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত ২৬,৬০৫ (ছাব্বিশ হাজার ছয়শত পাঁচ) টি অভিযোগের মধ্যে ১৯,৫৩৮ (উনিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ) টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১০৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে ১৮,২৯,২৭৫/- (আঠারো লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

২৫% প্রণোদনা হিসেবে প্রদান: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৭৬ এর ৪ ধারা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১০৩৬ জন অভিযোগকারীকে আদায়কৃত জরিমানার ২৫% হিসেবে ১৮,২৯,২৭৫/- (আঠারো লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে।

হটলাইন সেবা (১৬১২১): জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের হটলাইন নম্বর ১৬১২১ এ ফোন করে ভোক্তা-ব্যবসায়ীগণ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে যেকোন তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেন এবং ভোক্তাগণ অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি সম্পর্কেও জানতে পারেন।

টিসিবি'র ট্রাক সেল কার্যক্রম মনিটরিং: ভোক্তাগণ যেন টিসিবির পণ্য সঠিকমূল্যে ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে টিসিবির ট্রাক সেল তদারকি করা হয়।

সেমিনার আয়োজন: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা ও ৪৩২ টি উপজেলা পর্যায়ে মোট ৭৪০ টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভা আয়োজন: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০৭৫ টি মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণিত সভাসমূহে পর্যায়ক্রমে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দ, ভোজ্যতেলের মিল মালিকগণ ও বাজার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, শিশু খাদ্য আমদানীকারক, পাইকারী পর্যায়ে ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, পাইকারী ও ডিলার পর্যায়ের রড ও স্টিল ব্যবসায়ীবৃন্দ, বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথা-বাংলাদেশ পুলিশ, এপিবিএন, র‍্যাব, পুলিশের বিশেষ শাখা, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা এবং বাংলাদেশ আনসার, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যথা- জাহাঙ্গীরনগর, গণ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ইকোনোমিক রিপোটার্স ফোরাম এবং চামড়া ও লবন ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রচারণামূলক কার্যক্রম : ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে ৪ লক্ষ লিফলেট, ৩ লক্ষ প্যাম্ফলেট, ৫ হাজার ডায়েরি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

সিসিএমএস (CCMS) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যার তৈরি: ভোক্তাদের স্বার্থে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে সিসিএমএস (CCMS) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তাগণকে তাদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। গত ১৫ মার্চ ২০২৩ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবসে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের **সিসিএমএস (CCMS) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যার** শুভ উদ্বোধন করেন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সিসিএমএস (CCMS) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যার উদ্ভাবনের জন্য অধিদপ্তরকে পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে **বাংলাদেশ ইনোভেশন এওয়ার্ড-২০২৩** পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এর নিকট থেকে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ. এইচ. এম সফিকুজ্জামান আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক চালু করা হয়েছে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল (**Vokta Odhikar-DNCRP**) এবং অধিদপ্তরের নিজস্ব ফেসবুক পেইজ **'জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর' (facebook.com/dncrp)**।

সচেতনতামূলক TVC তৈরি:

সয়াবিন ও পাম ওয়েলের বিকল্প ভোজ্যতেল হিসেবে 'রাইস ব্র্যান' তেল ব্যবহারের স্বাস্থ্যকর দিক এবং অন্যান্য গুণাগুন টেলিভিশন/মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে ভোজ্যতেল হিসেবে সাধারণ ভোক্তার নিকট জনপ্রিয় করার নিমিত্ত প্রাসংগিক কন্টেন্ট বা তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন সময় ব্যাপ্তির (৩৫ সেকেন্ড ও ২ মিনিট) জনসচেতনতামূলক একটি TVC প্রস্তুত করা হয়েছে। তৈরিকৃত TVC বহুল প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ডকুমেন্টারি তৈরি:

ভোক্তা সাধারণের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে। কিন্তু আইনটি সম্পর্কে এখনও প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ পরিপূর্ণভাবে সচেতন না হওয়ায় ভোক্তা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার নিশ্চিত হচ্ছেনা। এ অবস্থায় আইনটি সম্পর্কে প্রান্তিক পর্যায়ে ভোক্তাদের সচেতন এবং কাঙ্খিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৫ সেকেন্ড সময় ব্যাপ্তির ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হয়েছে। ভোক্তা সাধারণকে তাঁদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে নির্মিত ডকুমেন্টারি তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) ব্যাপক প্রচারের কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক. ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে কতিপয় ব্যবসায়ীর অসাধুতার কারণে বাজারে নিত্যপণ্যের মূল্যে উল্লম্ফন ঘটে। এ বিষয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, বাজার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী, ভোজ্যতেলের মিল মালিক এবং ডিলারদের উপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ-

১০ আগস্ট ২০২২ তারিখ ভোক্তা ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

২১ আগস্ট ২০২২ তারিখ ডিম ও ব্রয়লার মুরগি উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারীদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সাবান, ডিটারজেন্ট, পেস্ট, লিকুইড ক্লিনার জাতীয় নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ব্যবসায়ীদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও সুপার শপসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন, আমদানী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ এলপি গ্যাস উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ভোক্তাদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে গণশুনানির আয়োজন করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখ কসমেটিকস পণ্য আমদানিকারক, বাজারজাতকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখ গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে সভা করা হয়।

০৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতি নেতৃবৃন্দ, পাইকারি ও খুচরা ঔষধ ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ চিনির মিল মালিক, রিফাইনারি, পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ইলেকট্রনিকস পণ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবা সম্পর্কিত প্রণীত গাইড লাইন বিষয়ে সেমিনার এবং সেমিনার শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

২৫ জুলাই ২০২২ তারিখ লোডশেডিং-এর ফলে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট এর মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক, ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখ ডিমের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে ডিম প্রডিউসার (ফার্ম ও কর্পোরেট), এজেন্ট/ডিলার ও ডিম ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ, ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখা বিষয়ে এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা করা হয়।

ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ফার্মেসী, ক্লিনিক ও হাসপাতালে তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা:

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ফার্মেসী, ক্লিনিক ও হাসপাতালে তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ রি-এজেন্ট এবং মেয়াদ উত্তীর্ন ঔষধ এর ক্ষেত্রে কঠোরভবে বাজার অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

ক. বাজার তদারকি/অভিযান পরিচালনা : পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ, ক্রয় ও বিক্রয় এবং পরিবহনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্ণিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকার ঘোষিত পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) দেশব্যাপী বাজার তদারকি/অভিযান কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিচালনা করেছেন। ফলে কাঁচা চামড়া নষ্ট হওয়ার হার হ্রাস পাওয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশে চামড়া পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক/মৌসুমী ব্যবসায়ীরা কাঁচা চামড়া ন্যায্যমূল্যে আড়ৎদারদের নিকট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

খ. কাঁচা চামড়ার গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পোস্টার ও লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ: পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৩ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদভিত্তিক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। মুদ্রিত পোস্টার বিতরণের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে এবং অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ. **কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে TVC প্রচার:** পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৩ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথভাবে চামড়া ছাড়ানো, যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমানে লবন প্রয়োগ, সঠিক পদ্ধতিতে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচতেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত TVC প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থবছর ভিত্তিক বাজার তদারকি/বাজার অভিযানের তথ্যাবলী :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ	মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট জরিমানার পরিমাণ	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫ % হিসাবে পেয়েছেন (জন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=(৪+৬)	৯=(৫+৭)	১০	১১
১	২০০৯-১০	৭	৫৪	১৬৫৫০০	-	-	৫৪	১৬৫৫০০	-	-
২	২০১০-১১	১৭৪	১৫১২	১৬৯৬১৩০০	-	-	১৫১২	১৬৯৬১৩০০	-	-
৩	২০১১-১২	৩৭১	২৬৫৫	২৬৯৫৪৩০০	৮	২১০০০০	২৬৬৩	২৭১৬৪৩০০	৫২৫০০	৮
৪	২০১২-১৩	৫৪০	২৮৯৫	২০৯৩৪৫০০	২৯	৪৩৫০০০	২৯২৪	২১৩৬৯৫০০	১০৮৭৫০	২৯
৫	২০১৩-১৪	৭২১	২৮৪৪	১৭৫২৫১০০	১৭	২০৬০০০	২৮৬১	১৭৭৩১১০০	৫১৫০০	১৭
৬	২০১৪-১৫	৮৪১	৩০২৪	১৯৫৮৬৩৫০	১০৭	৭৫৪০০০	৩১৩১	২০৩৪০৩৫০	১৮৮৫০০	১০৭
৭	২০১৫-১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩১১৬৬৫৫০	১৯৪	১২১৫৫০০	৫০৫৯	৩২৩৮২০৫০	২৯৩৮৭৫	১৯২
৮	২০১৬-১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬২৪৭৬৫৯২	১৪২৩	৬২৩২৭০৮	১০৭২৯	৬৮৭০৯৩০০	১৫৫১৬৭৭	১৪২০
৯	২০১৭-১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১২৫২৮১৭০০	১৯৩৪	১৬১৯৬৫০০	১৩৬৫২	১৪১৪৭৮২০০	৩৯৪০৫০০	১৯১০
১০	২০১৮-১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৪৭৪৩৩৫৫০	১৪৬৯	৯৮০৪৮০০	২০৭০৩	১৫৭২৩৭৮৫০	২৪৩৮৮২৫	১৪৩৬
১১	২০১৯-২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১০৫৩৩৮০০	১০৬৯	৮৬১৩৪০০	২৩৩১৩	১১৯১৪৭২০০	২১২৬৭২৫	১০৫৫
১২	২০২০-২১	১১৯৫৩	২২৯৯৬	১৩৩৬০৩৭০০	৬৮৫	৪৭০৪৬০০	২৩৬৮১	১৩৮৩০৮৩০০	১১৬৮২৭৫	৬৭১
১৩	২০২১-২২	১০৬২৫	২৫৬১৩	১৭৫৯১২৯০০	৬২১	৪৪৫১৭০০	২৬২৩৪	১৮০৩৬৪৬০০	১০৯২০৫০	৬০৭
১৪	২০২২-২৩	**১১৬৭০**	**২৫৬৪৫**	**১৮৮৫৮০৮০০**	**১০৭৮**	**৭৭০৫৬০০**	**২৬৭২৩**	**১৯৬২৮৬৪০০**	**১৮২৯২৭৫**	**১০৩৬**
সর্বমোটঃ		**৬৫৫০৪**	**১৫৪৬০৫**	**১০৭৭১১৬১৪২**	**৮৬৩৪**	**৬০৫২৯৮০৮**	**১৬৩২৩৯**	**১১৩৭৬৪৫৯৫০**	**১৪৮৪২৪৫২**	**৮৪৮৮**

১৫ মার্চ ২০২৩ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন:

১৫ মার্চ ২০২৩ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়। **কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল- নিরাপদ জ্বালানি, ভোক্তা বান্ধব পৃথিবী।** দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. **আলোচনাসভা/সেমিনার:** জাতীয় পর্যায়ে ১৫ মার্চ ২০২৩ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম রহমান, সভাপতি, ক্যাব, জনাব মো: জসিম উদ্দিন, সভাপতি, এফবিসিসিআই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ।

২. **প্রেস ব্রিফিং:** বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস এর তাৎপর্য যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব ও ক্যাব এর উপস্থিতিতে একটি প্রেসব্রিফিং আয়োজন করা হয়।

৩. **ক্রোড়পত্র:** দেশের শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

৪. **SMS এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ:** SMS এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত বার্তা প্রেরণ করা হয়।

৫. **ডিজিটাল ব্যানার ফেস্টুন ও গ্যাস বেলুন:** ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিজিটাল ব্যানারসহ বিভিন্ন প্রকারের ফেস্টুন টানানো ও গ্যাস বেলুন উড়ানো হয়।

৬. **স্মরণিকা প্রকাশ:** 'ভোক্তা বাতায়ন' নামক স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

৭. **রচনা প্রতিযোগিতা:** বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও গণমাধ্যম কর্মী পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৮. **প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন:** প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করা হয়।

৯. **বিভাগ পর্যায়ে:** সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে প্রধান অতিথি এবং সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

১০. **জেলাপর্যায়ে:** জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি ও স্থানীয় ক্যাব এর যৌথ উদ্যোগে সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

১১. **উপজেলা পর্যায়ে:** উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে প্রতিটি উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি কর্তৃক সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

৯। **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এপিএ টিম গঠন করা হয় এবং উক্ত টিম কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করেছে। উল্লেখ্য যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯৯.৪০ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে ১ম স্থান অর্জন করেছে।

১০। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:** শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করেছে। উল্লেখ্য যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.এইচ.এম.সফিকুজ্জামান কে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১১। **তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ:** তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে যথাসময়ে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়। নিয়মিতভাবে তথ্য বায়তায়ন হালনাগাদ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

১২। **সিটিজেন চার্টার:** অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহে স্ব স্ব সিটিজেন চার্টার রয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নাগরিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সেবার মান উন্নয়নে এ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

১৩। **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা:** অনিক (অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) সিস্টেমে অভিযোগ প্রাপ্তির পর যথাযথ বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়।

১৪। **উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** অভিযোগকারীগণ যেন ঘরে বসে তাঁদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন; সে প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ই-নোটিফিকেশন শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ভোক্তাদের স্বার্থে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

অধিকতর সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে সিসিএমএস (CCMS) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

১৫। **মানব সম্পদ উন্নয়ন:** অধিদপ্তরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ১৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যেককে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ড.এম এ ওয়াজেদ মিয়া ১১ তম আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক পুরস্কার-২০২১: সরকারি পরিষেবা খাতে (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারণার জন্য) বিশেষ অবদান রাখায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.এইচ.এম. সফিকুজ্জামানকে ড.এম এ ওয়াজেদ মিয়া ১১ তম আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক পুরস্কার-২০২১ প্রদান করা হয়েছে।

-o-

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার তদারকি

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সেবা প্রদান বিষয়ক গণশুনানি

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন খুলনা কর্তৃক সেমিনার আয়োজন

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত প্রচারণামূলক সেমিনার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মাছের বাজার তদারকি

১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস-২০২৩ উদযাপন

কাঁচা বাজার এর মূল্য পরিস্থিতি তদারকি